অনিতা রানি

বনাম

অশোক কুমার ও অন্যরা

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৭৭৫০-৭৭৫১)

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২১

[বিচারপতিদ্বয়, হেমন্ত গুপ্তা এবং ভি. রামসুব্রমণিয়ান]

দেওয়ানী মামলা : অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আবেদনকারী অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেন-আবেদনকারী এবং উত্তরদাতারা আত্মীয়-প্রথম মামলায়, উত্তরদাতারা একটি চেকের মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছ থেকে ১০,৫০,০০০/- টাকা ধার করেছিলেন, যার মধ্যে ৫,০০,০০০/- টাকা উত্তরদাতাদের দ্বারা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং ছয় মাসের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছিল - দ্বিতীয় মামলায় আপিলকারী ও তার স্বামী তার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় উত্তরদাতা যোগদান করেছেন যা বিভিন্ন পরিমাণ হয় আপীলকারীর কাছ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল বা স্থানান্তরিত হয়েছিল অননুমোদিতভাবে উত্তরদাতা দ্বারা অ্যাকাউন্ট ৫৪,৫০,০০০/- টাকা - বিচার আদালত উভয় মামলা খারিজ করেছে - প্রথম আপিল আদালত আপিলের অনুমতি দিয়েছে - উত্তরদাতারা উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করেছেন আদালত যে দুটি টাকা বরখাস্ত করার ফলে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মামলা - আপীলে, অনুষ্ঠিত: প্রথম মামলায়, উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রতিরক্ষা করা হয়েছিল যে তাদের দ্বারা করা ৫,০০,০০০/- টাকা সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল - যাইহোক, কোন রসিদ এবং আপস/মীমাংসার লিখিত স্মারক গৃহীত হয় আপীলকারী থেকে উত্তরদাতারা - যখন একটি পক্ষ অংশ নেয় কিছু অর্থের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে পরিশোধ, একটি মীমাংসা ছিল তা দেখানোর দায়িত্ব তার উপর - এই দায়িত্বটি উত্তরদাতার দ্বারা খারিজ করা হয়নি - তাই, আপীলকারী এনটাইটেল প্রথম মামলায় সফল হতে - দ্বিতীয় মামলায়, প্রতিরক্ষা উত্তরদাতারা ছিল যে পরিমাণ অনুমোদিত পেমেন্ট প্রতিনিধিত্ব রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য এবং সেই পরিমাণের মধ্যে, ৩০,০০,০০০/- টাকা প্রেম এবং স্নেহের অর্থ প্রদান হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল দায়িত্ব ছিল ডিফেন্স দেখানোর জন্য যে সেখানে ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল, তবে, না অ্যাকাউন্টের বই প্রতিরক্ষা দ্বারা উত্পাদিত হয়েছিল যাতে দেখা যায় যে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য পরিমাণগুলি প্রবাহিত হয়েছিল - যদি আবেদনকারীদের থাকে চিকিত্সা ৩০,০০,০০০/- টাকা প্রেম এবং স্নেহ থেকে তৈরি,মধ্যস্থতা প্রয়োজন বিরোধের জন্য কোন উপলক্ষ হতে পারে না

যার ফলে পাঁচ মাসের ব্যবধানে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে আবেদনকারীকে উত্তরদাতাদের দ্বারা ৫,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা যেতে পারে - একমাত্র প্রমাণ যার ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের অযাচিত প্রকৃতি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তা হল আবেদনকারীর দ্বারা শপথ করা একটি হলফনামা, তবে এতে আবেদনকারীর স্বাক্ষর ছিল না - অতএব, উত্তরদাতাদের দ্বারা অযাচিত অর্থ প্রদানের আবেদন প্রতিষ্ঠিত হয়নি - মামলা ডিক্রি।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করা হয়েছে যে :১) প্রথম মামলাটি ছিল অর্থহীন থাকা ৫,৫০,০০০/- টাকা উদ্ধারের জন্য, যা ১০,৫০,০০০/- টাকা ঋণের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ১৮.১১.২০০৩ তারিখের চেকের মাধ্যমে ১০,৫০,০০০/- টাকা এর রসিদ উত্তরদাতাদের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল। একইভাবে ৭.০৮.২০০৬-এ বাদী আপিলকারীর কাছে উত্তরদাতাদের দ্বারা ৫,০০,০০০ টাকা -এর পরিশোধ আবেদনকারী দ্বারা স্বীকার করা হয়। উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একমাত্র প্রতিরক্ষা ছিল যে ৭.০৮.২০০৬-এ তাদের দ্বারা প্রদত্ত ৫,০০,০০০ টাকার প্রদান সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ছিল। এটি দেখানোর জন্য যে একটি সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল, উত্তরদাতারা দুই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারীকে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু উত্তরদাতারা আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও রসিদ নেননি যে, '৭.০৮.২০০৬'-এর উপর '৫,০০,০০০' ৫,০০,০০০ টাকা -এর অর্থ প্রদান সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। সমঝোতা/নিষ্পত্তির জন্য কোনও লিখিত স্মারকলিপিও ছিল না। যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় এবং এর একটি অংশের পরিশোধ গ্রহণ করা হয়, তখন পক্ষটি আবেদন করে যে এই ধরনের অংশ পরিশোধ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মধ্যে ছিল, তার উপর একটি বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যা দেখায় যে একটি নিষ্পত্তি হয়েছিল। তথাকথিত তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারীদের মৌখিক প্রমাণ, এই ধরনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়, যেখানে সমস্ত লেনদেন শুধুমাত্র ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে হয়েছে এবং বিবাদীরা দাবি করেছে যে ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য যে, যে বিবাদীরা, যারা এই ধরনের সমঝোতায় পৌঁছেছে, তারা কালো এবং সাদা রঙে রেকর্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে, হয় মেমো আকারে বা রসিদ আকারে। এই দায়িত্ব প্রথম মামলায় বিবাদীদের দ্বারা অব্যাহতি দেওয়া হয়নি এবং তাই, বাদী প্রথম মামলায় সফল হওয়ার অধিকারী ছিলেন। হাইকোর্ট এই দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল। [অনুচ্ছেদ ১৬,১৮][৯৭১ – সি- জি; ৯৭২ – ডি]

২) দ্বিতীয় মামলার ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর মামলাটি ছিল যে আসামীরা অননুমোদিতভাবে তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করেছে বা স্থানান্তর করেছে এবং এইভাবে নেওয়া পরিমাণগুলি মোট ৫৪, ৫০,০০০/- এ দাঁড়িয়েছে। উত্তরদাতাদের প্রতিরক্ষা ছিল যে পরিমাণগুলি একটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত অর্থপ্রদানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই পরিমাণগুলির মধ্যে, ৩০,০০,০০০/টাকা প্রেম ও স্নেহের কারণে প্রদত্ত অর্থপ্রদান হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ক্ষেত্রে, উত্তরদাতাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অ্যাকাউন্টগুলি উপস্থাপন করতে এবং সেই পরিমাণগুলি কীভাবে হিসাব করা হয়েছিল তা দেখাতে বাধ্য। উত্তরদাতারা কোনও হিসাবের বই পেশ করতে পারেননি। অতএব, উত্তরদাতারা এই দাবি করা সুবিধাজনক বলে মনে করেছিলেন যে এই সমস্ত পরিমাণ একটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ ছিল এবং এর একটি অংশকে অযাচিত অর্থ প্রদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ব্যবসায়িক লেনদেনে বিনিয়োগ এবং অযাচিত অর্থপ্রদান সাধারণত একসাথে যায় না। প্রথম ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে উত্তরদাতাদের অ্যাকাউন্টে অর্থের প্রবাহ স্বীকার করা হয়। যদিও আবেদনকারী এই ধরনের অর্থ প্রবাহকে অননুমোদিত উত্তোলন/স্থানান্তর হিসাবে অভিহিত করেছেন, উত্তরদাতারা এটিকে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগের অংশ বলে দাবি করেছেন। এই ধরনের প্রতিরক্ষার আলোকে, এমনকি দ্বিতীয় মামলায়ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল এটা দেখানো যে 'ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল এবং অর্থ সম্পূর্ণরূপে হিসাব করা ছিল। বাদীপক্ষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে যে পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে এসেছিল তা ব্যবসার মধ্যে শোষিত এবং হিসাব করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য কোনও হিসাবের বই পেশ করা হয়নি। [অনুচ্ছেদ ১৯,২০][৯৭২ – ডি-এইচ; ৯৭৩ – এ – বি]

৩) অর্থপ্রদানের অযৌক্তিক প্রকৃতির সমর্থনের ক্ষেত্রে, একমাত্র প্রমাণ যার ভিত্তিতে অর্থপ্রদানের অযৌক্তিক প্রকৃতি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তা হল প্রদর্শনী ডি৩, তবে এতে আপিলকারীর স্বাক্ষর নেই। অতএব, অযৌক্তিক অর্থপ্রদানের আবেদন অবিশ্বাস্য এবং উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব, হাইকোর্টের রায় ও ডিক্রিগুলি বাতিল করা হয় এবং প্রথম আপিল আদালতের রায় ও ডিক্রিগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়। [অনুচ্ছেদ ২৪,২৮][৯৭৪ – ই; ৯৭৫ – ডি]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম বি. কে. মণ্ডল এবং সন্স এ. আই. আর ১৯৬২ এস. সি ৭৭৯: [১৯৬২] ১ এসইউপিপি. এস. সি. আর ৮৭৬-উল্লিখিত।

মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৬২] ১ এসইউপিপি. এস. সি. আর ৮৭৬ উল্লিখিত
অনুচ্ছেদ ২৬

দেওয়ানি আপীল এখতিয়ার :দেওয়ানি আপিল নম্বর ২০২১-এর ৭৭৫০৭৭৫১।

২০১৫ সালের আরএসএ নং ৬১৩৪ (ওএবং এম) এবং ২০১৬ সালের আরএসএ নং ১৩০ (ওএবং এম)-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২০.০৩.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

রাজীব ভাল্লা, শ্রীমতি জ্যোতি মেন্দিরত্তা, আইনজীবীরা আপিলকারীর পক্ষে

নিদেশ গুপ্ত, প্রবীণ আইনজীবী, জি বালাজি, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

বিচারপতি ভি. রামসুব্রমণিয়ান

১) অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২) তাঁর দায়ের করা দুটি অর্থ মামলা বিচার আদালত কর্তৃক খারিজ হয়ে গেলেও প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক আদেশিত এবং প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক গৃহীত ডিক্রিগুলি হাইকোর্ট দ্বারা দুটি দ্বিতীয় আপিলে বিপরীত হয়ে যাওয়ার পরে, বাদী-আবেদনকারী বর্গ একটিতে ফিরে এসেছেন এবং উপরের আপিলগুলিতে আমাদের সামনে রয়েছেন।

৩) আমরা আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী রাজীব ভাল্লা এবং উত্তরদাতাদের আইনজীবী শ্রী নিধেশ গুপ্তের কথা শুনেছি।

৪) এখানে আপিলকারী চণ্ডীগড়ের সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)-এর আদালতের ফাইলে ২০০৭ সালের দেওয়ানি মামলা নং ১৫৬৪৩ এবং ১৫৫৯২-এ উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছেন, যাতে (i) প্রথম মামলায় টাকা. ১০,৪৮,০০০-এবং (i) দ্বিতীয় মামলায় ৬৭,৩১,০০০ টাকা -আদায় করা যায়। প্রথম মামলার অভিযোগগুলি ছিল নিম্নরূপঃ (১ম যে এখানে দ্বিতীয় উত্তরদাতা আবেদনকারীর স্বামীর বোন; (ii) প্রথম উত্তরদাতা স্বামী এবং তৃতীয় উত্তরদাতা ১ম উত্তরদাতা ২য় পুত্র; (iii) এখানে উত্তরদাতারা (মামলায় বিবাদীরা) প্রেমচাঁদ অমর চাঁদের নামে এবং শৈলীর অধীনে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা চালাচ্ছিলেন; (iv) আবেদনকারী এবং তার ছেলের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, সেক্টর ৯, চণ্ডীগড়ে একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেখানে উত্তরদাতারাও একটি অ্যাকাউন্ট বজায় রাখছেন; (v) উত্তরদাতারা একটি চেকের মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছ থেকে ১৮.১১.২০০৩ তারিখে ১০,৫০,০০০/- টাকা ধার করেছেন; (vi) যদিও উত্তরদাতারা ৭.৮.২০০৬ তারিখে ৫,০০,০০০/- টাকা ফেরত দিয়েছেন, বাকি টাকা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছয় মাসের মধ্যে, তারা প্রতিশ্রুতি সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছে;

(vii) তাই, উত্তরদাতারা মূলধন এবং সুদের জন্য মোট ৫,৫০,০০০ টাকা দিতে বাধ্য ছিল, মূলের প্রতি এবং সুদের জন্য ৪,৯৮,০০০/- টাকা , এইভাবে, মোট ১০,৪৮,০০০/- টাকা ।

৫) সংক্ষেপে দ্বিতীয় মামলার অভিযোগগুলি ছিল নিম্নরূপঃ (i) বছর ২০০১-২০০২-এ, উত্তরদাতা নং ১ বাদী এবং তার স্বামীকে তার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেনঃ (ii) যেহেতু আবেদনকারী এবং তার পরিবার কুরুক্ষেত্রে বসবাস করছিল এবং উত্তরদাতারা চণ্ডীগড়ে বসবাস করছিল, তাই উত্তরদাতা নং১ কিছু ফাঁকা কাগজে আবেদনকারীর স্বাক্ষর পেয়েছিলেন, এই ভিত্তিতে যে যখনই কোনও লেনদেন সম্পন্ন করা হবে তখন এই দুটি জায়গার মধ্যে প্রতিবার যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না; (iii) যে আবেদনকারী এবং তার ছেলের একই ব্যাঙ্কের একই শাখায় অ্যাকাউন্ট ছিল যেখানে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২ জনের অ্যাকাউন্টও ছিল; (iv) উত্তরদাতা নং ২-এর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল উপলব্ধ করার লক্ষ্যে। রিয়েল এস্টেট লেনদেনের ক্ষেত্রে, আবেদনকারী এবং তার ছেলে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রেখেছিলেন; (v) ২০০৬ সালের মার্চ মাসে আবেদনকারী এবং তার স্বামী বিস্মিত হয়েছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন তারিখে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৫৪, ৫০,০০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে; (vi) তাঁর অনুরোধে ব্যাঙ্ক আধিকারিকরা রেকর্ডগুলি পেশ করেন, যা প্রকাশ করে যে, ২৫,০০,০০০/- টাকার জন্য ৩০.১২.২০০৫ তারিখের একটি চেক, যা বাদী নম্বর ৩ -এর স্বাক্ষর জাল করে বাদীকে ৯.০৫.২০০৫ তারিখে ৯,৫০,০০০/- টাকা উত্তোলন এবং ২০,০০,০০০/- টাকা হস্তান্তর করা ছাড়াও আপিলকারীর লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে নগদ করা হয়েছিল ২৭.৮.২০০৫ ;(vii) যে এই পরিমাণ প্রত্যাহার / স্থানান্তর ছিল আপীলকারী কর্তৃক অনুমোদিত নয়, কিন্তু অপব্যবহার করে করা হয়েছে আপীলকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত স্বাক্ষর; (viii) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০,৪৬৭,৪৬৮ এবং ৪৭১ ধারার সঙ্গে পঠিত ১২০-খ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে ১৯৫ ধারায়; (ix) যে উত্তরদাতাদের ফৌজদারি মামলায় আগাম জামিন দেওয়া হয়েছিল, তাদের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দেওয়ার পরে, ৫০,০০,০০০/- টাকা এবং (x) যে প্রতিবাদীদের অ্যাকাউন্টে প্রত্যাহার/স্থানান্তর করা পরিমাণ, বার্ষিক ১২ শতাংশ সুদের সাথে, ৬৭,৩১,০০০/- টাকা এ পরিণত হয়েছিল এবং (xi) তাই তারা উক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করছিল।

৬) ১০,৪৮,০০০/- টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রথম মামলায় উত্তরদাতাদের মামলাটি ছিলঃ (i) তারা আবেদনকারীর কাছ থেকে কখনও কোনও অর্থ ধার নেয়নি; (ii) ১৮.১১.২০০৩ তারিখের চেকের অধীনে তাদের দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাণ একটি সম্পত্তিতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ছিল, যা রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অংশ ছিল; (iii) সতীশ কুমার, প্রেম রাজ আগরওয়াল এবং ও. পি. গুপ্ত নামে তিন ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সমঝোতা হওয়ার পরে, ৭.০৮.২০০৬-এ তাদের দ্বারা প্রদত্ত ৫,০০,০০০/- টাকার অর্থপ্রদান দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ছিল এবং ; (iv) যেহেতু কোনও ঋণ নেওয়া হয়নি, তাই সুদ পরিশোধের প্রশ্নই ওঠে না এবং মামলাটি খারিজ হওয়ার যোগ্য ছিল।

৭) দ্বিতীয় মামলার লিখিত বিবৃতিতে, উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছিলেনঃ (i) আবেদনকারী এবং উত্তরদাতারা বছরের পর ২০০১ - ২০০২ বছর থেকে যৌথভাবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করেছিলেন; (iii) তারা অনেক সম্পত্তি কিনেছিলেন এবং বিক্রি করেছিলেন এবং লাভ ভাগ করে নিয়েছিলেন; (iii) যে উত্তরদাতারা কখনই ফাঁকা কাগজে আবেদনকারীর স্বাক্ষর পাননি; (iv) যে পরিমাণ 9.05.2005 তারিখের চেক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, ২৭.০৮.২০০৫ এবং ৩০.১২.২০০৫ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় আপীলকারী এবং তার ছেলের বিনিয়োগের প্রতি ছিল; (v) যে আবেদনকারী ব্যাংকে নিশ্চিতকরণ পত্র জারি করেছিলেন, যা দেখায় যে সেই চেকের অধীনে অর্থ প্রদান অনুমোদিত ছিল; (vi) যে আবেদনকারীর পুত্র প্রকৃতপক্ষে তার পক্ষে এবং আবেদনকারীর পক্ষে একটি হলফনামা দিয়েছিলেন; (vii) যে হলফনামায় আপীলকারীরা তা স্বীকার করেছেন ছেলে যে তিনটি চেকের অধীনে প্রদত্ত পরিমাণের মধ্যে, ৩০,০০,০০০/- টাকা দেওয়া হয়েছিল, ভালবাসা এবং স্নেহ থেকে; (viii) যে আপীলকারী একটি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে, যেন উত্তরদাতারা তাকে প্রতারণা করেছে এবং স্বাক্ষর জাল করে টাকা তোলা; (viii) যে বিবেচনায় ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপীলকারীর উচিৎ ছিল মামলার পক্ষ হিসাবে ব্যাংক এবং (ix) যে কোন টাকা বকেয়া নেই এবং প্রদেয় আপিলকারীর উত্তরদাতারা।

৮) বিচার আদালতের সামনে, আবেদনকারী তার স্বামীকে প্রসিকিউশনের সাক্ষী-১ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং নিজেকে প্রসিকিউশনের সাক্ষী-২ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন। প্রথম উত্তরদাতা নিজেকে ডিডব্লিউ - ১ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি ডিডব্লিউ - ২ এবং ৩, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যাদের উপস্থিতিতে একটি নিষ্পত্তি হয়েছিল। উত্তরদাতারা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে সম্বোধন করা চিঠির একটি ফটোকপি চিহ্নিত করেছিলেন যাতে আপিলকারীর স্বাক্ষর ছিল প্রদর্শনী ঘ - ১ তারা ২.০১.২০০৬ তারিখের নিশ্চিতকরণ পত্রটি প্রদর্শন ঘ -২ হিসাবে জমা দিয়েছিল এবং আবেদনকারীর পক্ষে এবং তার পক্ষে আবেদনকারীর পুত্র দ্বারা স্বাক্ষরিত হলফনামাটি প্রদর্শনী ঘ -৩ হিসাবে।

৯) ২৩.০১.২০১৩ তারিখের একটি রায় এবং ডিক্রি দ্বারা, ট্রায়াল কোর্ট এই ভিত্তিতে প্রথম মামলাটি খারিজ করে দেয় যে আবেদনকারী-বাদী ঋণের অগ্রিম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার ছেলেকে, যিনি যৌথ অ্যাকাউন্টধারী ছিলেন, মামলার সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করতে তার ব্যর্থতা মারাত্মক ছিল। বিচার আদালত আরও বলে যে মামলাটি সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে ছিল না।

১০) ২২.০৭.২০১৩ তারিখের একটি পৃথক রায় এবং ডিক্রি দ্বারা, বিচার আদালত দ্বিতীয় মামলাটি এই ভিত্তিতে খারিজ করে দেয় যে পক্ষগুলি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ছিল এবং ৭.০৮.২০০৬-এর উপর সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারীদের সংস্করণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যা ডিডব্লিউ -২ এবং ডিডব্লিউ -৩ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। আদালত আরও বলেছিল যে আপিলকারী উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে জালিয়াতি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১১) চণ্ডীগড়ের জেলা জজ ২০১৩ সালের দেওয়ানি আপিলের ৩ ও ১০৫৬ নম্বর দুটি পৃথক রায়ে আবেদনকারীর দায়ের করা প্রথম আপিল মঞ্জুর করেন এবং প্রথম মামলায় ডিক্রি মঞ্জুর করেন-নির্ধারিত তারিখ থেকে ডিক্রি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৭.৫ শতাংশ সুদ এবং ডিক্রি আদায়ের তারিখ থেকে বার্ষিক ৬ শতাংশ সুদ সহ। দ্বিতীয় মামলায়, ট্রায়াল কোর্ট ডিক্রি আদায়ের জন্য ডিক্রি মঞ্জুর করে, ডিক্রি আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৭.৫ শতাংশ সুদ সহ এবং ডিক্রি আদায়ের তারিখ থেকে বার্ষিক ৬ শতাংশ সুদ সহ।

১২) ২০১৫ সালের আর. এস. এ এবং ২০১৬ সালের ১৩০ নম্বর ধারায় উত্তরদাতারা দুটি দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেন। দ্বিতীয় আপিল উভয়ই হাইকোর্টের দ্বারা একটি রায় এবং ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল যার ফলে আবেদনকারীর দায়ের করা দুটি অর্থ মামলা খারিজ হয়ে যায়। কেবল আপিলের অনুমতি দিয়ে থেমে না থেকে, উচ্চ আদালত আবেদনকারীকে আগাম জামিনের আবেদনে প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে প্রতি বছর ৭ শতাংশ সুদ সহ উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত ১৩. আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী রাজীব ভাল্লার যুক্তি হল যে, বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট উত্তরদাতাদের দ্বারা স্থাপিত সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আবেদন গ্রহণ করে সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছিল এবং উচ্চ আদালত আগাম জামিন মঞ্জুর করার জন্য কার্যধারায় প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য একটি আদেশ পাস করে।

১৪) এর বিপরীতে, প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নীধেশ গুপ্ত যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আবেদনকারীর তার ছেলেকে সহ-বাদী হিসাবে অভিযুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া বা কমপক্ষে তাকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া, প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ হিসাবে তার নিজের স্বীকারোক্তি সহ, তার মামলাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। একবার এটি পাওয়া গেল যে উত্তরদাতাদের অর্থ প্রদান অনুমোদিত ছিল এবং একবার তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যে কোনও নিষ্পত্তি হয়েছিল, আবেদনকারী-বাদী ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিলেন এবং তাই হাইকোর্টের রায় কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না।

১৫) আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং তিনটি আদালতের যুক্তি, প্রমাণ এবং রায়গুলিও দেখেছি।

১৬) যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, প্রথম মামলাটি ছিল ঋণের মাধ্যমে প্রদত্ত ১০,৫০,০০০-এর মধ্যে ৫,৫০,০০০ টাকা -যা অর্থহীন থেকে গিয়েছিল, তা আদায়ের জন্য। ১০,৫০,০০০ টাকা -এর রসিদ-চেকের মাধ্যমেনং ৪৫৯৭৪৫ তারিখের ১৮.১১.২০০৩ উত্তরদাতাদের দ্বারা স্বীকার করা হয়েছিল। একইভাবে আবেদনকারী দ্বারা ৭.০৮.২০০৬-এ বাদী-আবেদনকারীর কাছে উত্তরদাতাদের দ্বারা টাকা ৫,০০,০০০-এর পুনঃপ্রদান স্বীকার করা হয়। উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একমাত্র প্রতিরক্ষা ছিল যে ৭.০৮.২০০৬-এ তাদের দ্বারা প্রদত্ত টাকা. ৫,০০,০০০-এর পরিশোধ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ছিল। এটি দেখানোর জন্য যে একটি সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল, তৃতীয় পক্ষের দুই মধ্যস্থতাকারীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু উত্তরদাতারা আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও রসিদ নেননি যে, ৭.০৮.২০০৬-এর উপর টাকা সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। সমঝোতা/নিষ্পত্তির জন্য কোনও লিখিত স্মারকলিপিও ছিল না। যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় এবং এর একটি অংশের পরিশোধ গ্রহণ করা হয়, তখন পক্ষটি আবেদন করে যে এই ধরনের অংশ পরিশোধ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মধ্যে ছিল, তার উপর একটি বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যা দেখায় যে একটি নিষ্পত্তি হয়েছিল। তথাকথিত তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারীদের মৌখিক প্রমাণ, এই ধরনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়, যেখানে সমস্ত লেনদেন শুধুমাত্র ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে হয়েছে এবং বিবাদীরা দাবি করেছে যে ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য যে উত্তরদাতারা, যারা এই ধরনের নিষ্পত্তি করেছে, তারা কালো এবং সাদা রঙে রেকর্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে, হয় মেমো আকারে বা রসিদ আকারে।

১৭) কৌতূহলজনকভাবে, ঘ -৩ প্রদর্শিত করুন যা উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা একটি হলফনামা যা আবেদনকারীর পুত্র দ্বারা ৮.০৩.২০০৬-এ স্বাক্ষরিত এবং যাচাই করা হয়েছে, তার পক্ষে এবং তার মায়ের (আবেদনকারী) পক্ষে উভয়ই, আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ৩০,০০,০০০/- টাকা এর পরিমাণকে প্রদান হিসাবে বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে। ভালবাসা এবং স্নেহ থেকে তৈরি একটি পেমেন্ট হিসাবে।

যদি, ৮.০৩.২০০৬ তারিখে, আপীলকারী এবং তার ছেলে ৩০,০০,০০০/- টাকার একটি বিশাল পরিমাণকে ভালবাসা এবং স্নেহ থেকে তৈরি হিসাবে আচরণ করার জন্য যথেষ্ট সদয় ছিলেন, এর মধ্যস্থতায় মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় এমন কোনও বিরোধের জন্য কোনও সুযোগ ছিল না। তৃতীয় পক্ষ, ৭.৮.২০০৬ তারিখে, এর ফলে উত্তরদাতাদের দ্বারা ৫,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে আপীলকারী। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনটি আদালতই একটি ব্যবধানে ঘটে যাওয়া এই দুটি ঘটনার সংযোজন করতে ব্যর্থ হয়েছে পাঁচ মাস, খেলার মাধ্যমে দেখতে।

১৮) সহজ কথায় বলতে গেলে, প্রথম মামলায় আবেদনকারী-বাদীর মামলাটি ছিল ঋণ দেওয়া এবং অর্থ প্রদান না করার ক্ষেত্রে একটি। উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা ছিল সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে কম পরিমাণ (মূল পরিমাণের চেয়ে) প্রদান করা। যে পক্ষ একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে এবং পরবর্তী তারিখে একটি সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে খালাসের আবেদন করে, তার উপরই দায়বদ্ধতা রয়েছে। প্রথম মামলায় উত্তরদাতাদের দ্বারা এই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়নি এবং তাই, বাদী প্রথম মামলায় সফল হওয়ার অধিকারী ছিলেন। হাইকোর্ট এই দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল।

১৯) দ্বিতীয় মামলার ক্ষেত্রে, আবেদনকারী-বাদী মামলাটি ছিল যে আসামীরা অননুমোদিতভাবে তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তর করেছিল এবং এইভাবে নেওয়া মোট পরিমাণ ছিল ৫৪,৫০,০০০/-টাকা উত্তরদাতাদের প্রতিরক্ষা ছিল যে পরিমাণগুলি একটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত অর্থ প্রদানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই পরিমাণগুলির মধ্যে, ৩০,০০,০০০/- টাকা এর যোগফলকে ভালবাসা এবং স্নেহের কারণে প্রদত্ত অর্থ প্রদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

২০) আসুন এক মুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া যাক যে, আবেদনকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে প্রত্যাহার করা বা স্থানান্তর করা ৫৪,৫০,০০০/- টাকা এর পরিমাণ আবেদনকারীর দ্বারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য অনুমোদিত অর্থপ্রদানের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ক্ষেত্রে, উত্তরদাতারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অ্যাকাউন্টগুলি দেখাতে এবং সেই পরিমাণগুলি কীভাবে হিসাব করা হয়েছিল তা দেখাতে বাধ্য। উত্তরদাতারা কোনও অ্যাকাউন্ট বই দেখাতে পারেননি। অতএব, উত্তরদাতারা দাবি করা সুবিধাজনক বলে মনে করেছিলেন যে এই সমস্ত পরিমাণ একটি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ ছিল এবং এর একটি অংশ বিনামূল্যে অর্থ প্রদান হিসাবে বিবেচিত হতে সম্মত হয়েছিল। ব্যবসায়িক লেনদেন এবং অযাচিত অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সাধারণত একসঙ্গে হয় না। প্রথম ক্ষেত্রে যেমন, আবেদনকারী-বাদীর অ্যাকাউন্ট থেকে উত্তরদাতাদের আরআর অ্যাকাউন্টে অর্থের প্রবাহ স্বীকার করা হয়। যদিও আপীলকারী-বাদী এই ধরনের অর্থের প্রবাহকে অননুমোদিত উত্তোলন/স্থানান্তর হিসাবে অভিহিত করেছেন, উত্তরদাতারা এটিকে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগের অংশ বলে দাবি করেছেন।

এই ধরনের প্রতিরক্ষার আলোকে, এমনকি দ্বিতীয় মামলায়, প্রতিরক্ষা দেখানোর দায়িত্ব ছিল যে ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল এবং পরিমাণটি সম্পূর্ণরূপে হিসাব করা হয়েছিল। বাদীপক্ষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে যে পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে এসেছিল তা ব্যবসায়ের মধ্যে শোষিত এবং হিসাব করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য কোনও অ্যাকাউন্টের বই পেশ করা হয়নি।

২১) প্রদর্শনী ঘ -৩ একটি খুব কৌতূহলী নথি প্রদর্শন করুন যার গ্রহণযোগ্যতা নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ। এটি একটি গম্ভীর নিশ্চিতকরণ পাঠ দিয়ে শুরু হয় "আমরা অনিতা রানী,..... এবং সুলভ সিঙ্গলা... এর মাধ্যমে গম্ভীরভাবে নিশ্চিত করি এবং নীচের হিসাবে ঘোষণা করুন।" তবে এটি কেবল সিঙ্গলা স্বাক্ষর করেছেন। এই হলফনামা অনুসারে,৮.০৩.২০০৬ তারিখে আবেদনকারী-বাদী এবং তার পুত্র ভালবাসা এবং স্নেহের কারণে উত্তরদাতাদের ৩০,০০,০০০/- টাকা দিয়েছিলেন। হলফনামাটি আরও বলে যে অভিযুক্ত এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে কোনও লেনদেন হয়নি। এই নিশ্চিতকরণটি কথিতভাবে ৮.০৩.২০০৬-এ করা হয়েছিল যে তাদের মধ্যে কোনও লেনদেন হয়নি,৭.০ ৮.২০০৬ ই-তে করা সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দাবির বিপরীতে দাঁড়িয়েছে।

২২) অর্থ পুনরুদ্ধারের মামলায়, একজন বিবাদী অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার করে কিন্তু আবেদন করে যে এটি একটি অযাচিত অর্থ প্রদান ছিল, এটি প্রমাণ করতে বাধ্য যে এটি একটি অযাচিত অর্থ প্রদান ছিল। প্রকৃতপক্ষে ৮.০৩.২০০৬ তারিখের প্রদর্শনী ঘ -৩ "অযাচিত অর্থ প্রদান" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে না, তবে "*ভালবাসা এবং স্নেহ*" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে। তবে এই হলফনামায় আরও বলা হয়েছে যে বাদী এবং উত্তরদাতাদের মধ্যে কোনও লেনদেন হয়নি। সুতরাং এই হলফনামার উপর নির্ভর করার সময়, বিবাদীরা আসলে একটি পারস্পরিক পরস্পরবিরোধী মামলা দায়ের করেছিল, যা লিখিত বিবৃতির ৮ অনুচ্ছেদে প্রতিফলিত হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

> *"এটি যোগ করা হয়েছে যে, উপরোক্ত পরিমাণ থেকে বাদী পক্ষকে প্রেম ও স্নেহের কারণে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এবং বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনও লেনদেন হয়নি। বাদীদের দ্বারা বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় কারণ বিবাদীরা বাদীকে অর্থ ফেরত দেওয়ার কোনও আইনি বাধ্যবাধকতার অধীনে নেই। বিবাদীরা কখনই অর্থ ধার নেয়নি বা বাদীকে অর্থ ফেরত দেওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা রাখে না। এর সাথে হলফনামার অনুলিপি সংযুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে আসামিরা যৌথভাবে সম্পত্তির ক্রয় এবং সেইসাথে কেনা অন্যান্য সম্পত্তির বিক্রয় সংক্রান্ত তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিষ্পত্তি করেছিল প্রপার্টি ডিলার ব্যবসা চালানোর জন্য এবং ৫ লক্ষ টাকা '৭.৮.২০০৬'তারিখে বাদীকে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে লাখ টাকা প্রদান করা হয় '৭.৮.২০০৬'তারিখের চেকের মাধ্যমে তার দাবির নিষ্পত্তি এবং উল্লিখিত চেক বাদী দ্বারা নগদ করা হয়েছে।*

শ্রী সতীশ কুমার, শ্রী ওম প্রকাশ, প্রেম রাজ আগরওয়াল পুত্র শ্রী দেব রাজ আগরওয়াল এবং শ্রী ও. পি গুপ্ত পুত্র শ্রী রঘু নাথ গুপ্তের হস্তক্ষেপে এই আপোষ নিষ্পত্তি করা হয়। বাদী তার দাবির সন্তুষ্টির জন্য নেওয়া সমস্ত পরিমাণের সমন্বয়/নিষ্পত্তির জন্য ৫ লক্ষ টাকার উক্ত চেক গ্রহণ করেন।

২৩) যদি উপরের আবেদন এবং প্রদর্শনী ঘ -৩ অনুযায়ী কোনও লেনদেন না হয়, তবে ৮.০৩.২০০৬-এ বিপুল পরিমাণ ৩০,০০,০০০/- টাকা অর্থ বিনামূল্যে প্রদান হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে ৭.০৮.২০০৬-এ কোনও অ্যাকাউন্টের নিষ্পত্তির কোনও সুযোগ ছিল না যার ফলে দাবির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়।

২৪) যদি পক্ষগুলি ২০০১-২০০২ সাল থেকে ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকে, তবে এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে বাদীর অ্যাকাউন্ট থেকে যে পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে এসেছিল তার একটি অংশ প্রেম এবং স্নেহের কারণে হয়েছিল। একমাত্র প্রমাণ যার ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের অযৌক্তিক প্রকৃতি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তা হল প্রদর্শনী ঘ -৩ , তবে এতে আপিলকারীর স্বাক্ষর টিটি থাকে না। অতএব, অযৌক্তিক অর্থ প্রদানের আবেদনটি অবিশ্বাস্য এবং উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২৫) একবার অযাচিত অর্থপ্রদানের আবেদনটি ভিত্তিহীন হয়ে গেলে, ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৭০ কার্যকর হবে। ধারা ৭০ নিম্নরূপঃ-

"৭০) অযাচিত কাজের সুবিধা উপভোগ করা ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা-যেখানে কোনও ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য আইনত কিছু করেন, বা অযাচিতভাবে কিছু করার অভিপ্রায় ছাড়াই তাকে কিছু সরবরাহ করেন, এবং এই ধরনের অন্য ব্যক্তি তার সুবিধা উপভোগ করেন, পরেরটি পূর্ববর্তীটিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বা পুনরুদ্ধার করতে বাধ্য।

২৬) *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম বি. কে. মণ্ডল এবং সন্স মামলায়*১ এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, ধারা ৭০- এর ভিত্তির উপর ভিত্তি করে যে কিছু এক পক্ষের দ্বারা অন্য পক্ষের দ্বারা করা হয়েছিল এবং স্বেচ্ছায় যে কাজটি করা হয়েছিল তা অন্য পক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল

১ এআইআর ১৯৬২ এসসি ৭৭৯

অতএব, একটি ফলস্বরূপ, আবেদন যে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রকৃতির একটি স্থায়ী চুক্তি ছিল, ধারা ৭০-এর মূল সারের বিরোধী। এই কারণেই ধারা ৭০ ভারতীয় চুক্তি আইনের V অধ্যায়ের অংশ গঠন করে, যার শিরোনাম "চুক্তি দ্বারা তৈরি কিছু সম্পর্কের অনুরূপ"।

২৭) যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, উত্তরদাতারা স্বীকার করেছেন যে আবেদনকারী-বাদী দ্বারা দাবি করা অর্থ হয় বাদী দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল বা বাদীদের অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অতএব, প্রকৃতপক্ষে উত্তরদাতাদের দায়িত্ব ছিল হিসাব নিষ্পত্তির মাধ্যমে অব্যাহতি বা অর্থ প্রদানের অযাচিত প্রকৃতির প্রমাণ করা। উত্তরদাতারা তাদের উপর দেওয়া প্রমাণের দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। অতএব, বাদী-আবেদনকারী তার প্রমাণের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও একটি ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী, বিশেষত যখন অসঙ্গতিগুলি বাদী থেকে আসামীদের কাছে অর্থ প্রদান/প্রবাহের উপর কোনও প্রভাব ফেলে না।

২৮) উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আপিল অনুমোদিত। হাইকোর্টের রায় ও ডিক্রিগুলি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং প্রথম আপিল আদালতের রায় ও ডিক্রিগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়। অন্য কথায়, চণ্ডীগড়ের জেলা আদালতের রায় অনুসারে, ২০১৩ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯০৩ এবং ১০৫৬-এর রায় অনুসারে উভয় মামলায় একটি ডিক্রি থাকবে। আবেদনকারী এই আপিলগুলিতে খরচের অধিকারী হবেন যা আমরা ৫০,০০০/- টাকা পরিমাপ করি।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu